জাতীয় সম্মেলন '৯৫

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কর্তৃক প্রদত্ত
সৌজন্য সংখ্যা

স্মরণিকা

সম্পাদনাঃ শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

www.ahlehadeethbd.org

সুসংবাদ সুসংবাদ

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

HADEES FOUNDATION BANGLADESH

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের সটীকা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ।
- যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দান, দৈনন্দিন মাসায়েল ও ব্যবহারবিধির উপরে "ফিক্হুল হাদীছ" নামে খণ্ডাকারে গ্রন্থ প্রকাশ।
- আকীদা ও আমলবিষয়ক বিভিন্ন যরূরী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ।
- ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র ও দারুল ইফতা স্থাপন।
- একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকার প্রকাশনা।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ঠিকানাঃ নওদাপাড়া পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন (অনুরোধ ক্রমে)ঃ ৬১৩৪

আরবী হ'তে বাংলায় অনুবাদে পরিপক্ক এবং হাদীছপন্থী লেখক ও গবেষকগণকে পরিচালকের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের
পক্ষ হ'তে প্রদত্ত
সৌজন্য সংখ্যা

জাতীয় সম্মেলন '৯৩

স্মরণিকা

সম্পাদনাঃ শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশ
আহলেহাদীছ
যুবসংঘ

www.ahlehadeethbd.org

প্রকাশনায় ঃ جمعية شبان أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ
Bangladesh AhleHadees Youth Association

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা), রানীবাজার
ডাকঘরঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল ১৯৯৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
গ্রেটার রোড, রাজশাহী-৬০০০

হাদিয়া ঃ পনের টাকা মাত্র (সাদা)
বারো টাকা (নিউজ)

JATIO SHAMMELON '93 SHARANIKA

Edited by : **Shaikh Muhammad Rafiqul Islam**

Published by : **Bangladesh AhleHadees Juboshangho**

Head Office : **Madrasah market (2nd floor), Ranibazar**

P. O. Ghoramara, Rajshahi-6100

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
১। প্রতিবেদন ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা '৯১	৫
২। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ও আজকের সমাজ	১০
৩। আমাদের পরিচয়	১৫
৪। মুসলিম সমাজ কোন পথে	১৭
৫। রসূল (সঃ)–এর চরিত্র গঠন পদ্ধতি	১৮
৬। চার মাযহাব চার ফরয প্রসঙ্গ	২১
৭। দা'ওয়াত ও জিহাদ মুক্তির একমাত্র পথ	২৩

কবিতা

১। মুক্তির পথ	২৭
২। জাগরণ	২৭
৩। দা'ওয়াত ও জিহাদ	২৮
৪। যুবসংঘে যোগদিন	২৯
৫। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন	৩০
৬। আহবান	৩১
৭। ভুল	৩২
৮। নির্ভীক সৈনিক	৩৩
৯। অগ্রগামী	৩৫
১০। এসো মুজাহিদ	৩৫
১১। দ্বার খুলিদে	৩৬
১২। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রধান পাঁচটি মূলনীতি	৩৭

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যাঁর অফুরন্ত রহমত ও অপার মেহেরবাণীতে বিগত দু'বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় সম্মেলন '৯৩ স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। আর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর উপর বর্ষিত হোক অসংখ্য দরূদ ও সালাম। যাঁর আদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত নির্ভেজাল তাওহীদের ঝান্ডবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন "বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘ" 'দাওয়াত ও জিহাদের' কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ তার সূচনা লগ্ন থেকে যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান ঘোষণা করায় সর্বত্র একটা গণজাগরণ শুরু হয়। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর মেহেরবাণীতে ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল তারিখে রাজধানী ঢাকার ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলন সফল করা সম্ভব হয়েছিল। মাঝখানে অযৌক্তিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে আন্দোলনের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করার চেষ্টা করা হ'লেও আন্দোলনের প্রকৃত কর্মীবাহিনী আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে আহ্লেহাদীছ আন্দোলনকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ায় পর পর দু'বার জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞ মহল আশা করি আজ স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, প্রকৃত পক্ষে কারা আহ্লেহাদীছ আন্দোলন চান আর কারা চান না। এবারের জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

যে সকল ভাই-বোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা পাঠিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। আর যে সকল ভাই-বোনদের লেখা যথাসময়ে আমাদের হাতে না আসায় এবং অমনোনীত হওয়ায় ছাপাতে পারিনি তাঁরা যেন নিরাশ না হন। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আমাদের পরিকল্পনা রইল। বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘ ও বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ মহিলা সংস্থার ভাই ও বোনদের প্রতি রইল আমাদের সেই আন্তরিক আবেদন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন! আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিবেদন
২য় জাতীয় সম্মেলন
ও
তাবলীগী ইজতেমা '৯১

— শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

১৯৯১ সালের ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দক্ষিন পার্শ্বের বিস্তীর্ণ ময়দানে বৃহৎ প্যান্ডেলে ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সম্মেলনের পরে ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে উক্ত সম্মেলনে আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘের সদস্য, উপদেষ্টা ও সুধী ছাড়াও বহু শুভানুধ্যায়ী যোগদান করেন। এমনকি সাতক্ষীরা, খুলনা ও পাবনা হতে আহ্‌লেহাদীছ মহিলা সংস্থার বহু সদস্যা ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ ও মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামীর অধ্যক্ষ জনাব শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় আমীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

মাননীয় আমীর ছাহেবের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পরে দু'দিনব্যাপী ইজতেমায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ভাষণ দান করেন রাজশাহীর মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী, গাইবান্ধার মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি (১৯৯১-৯৩ সেশন) মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, যুব সংঘের ঢাকা জেলার কর্মী মাওলানা আমানুল্লাহ, সাতক্ষীরার মৌলভী আবুল কাসেম ছাবেরী, রাজশাহী গোদাগাড়ীর মাওলানা শু'আইবুর রহমান, চাপাই নবাবগঞ্জের মাওলানা আব্দুল লতীফ, মাওলানা আবদুল মান্নান সালাফী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। ইজতেমায় উপস্থিত হ'তে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করে দিল্লী, কলিকাতা, নেপাল ও কুয়েতের মেহমানদের পাঠানো চিঠি ইজতেমায় পড়ে শুনানো হয়। নেপালের অপর মেহমান নেপাল কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ মাদানী

** উক্ত ভাষণটি "দাওয়াত ও জিহাদ" নামে পৃথক পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে।*

www.ahlehadeethbd.org

কাঠমুন্ডু থেকে সরাসরি ঢাকায় এসে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় উপরন্তু বিমানে সীট না পাওয়ায় ঢাকায় অবস্থান করেও রাজশাহী আসতে পারেননি।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৬/৪/৯১ সকালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় আমীর কর্তৃক আগামী দু'বছরের জন্য জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ ও শেখ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সহ-সভাপতি মনোনীত ও নির্বাচিত হন ও শপথ গ্রহণ করেন।

২৬/৪/৯১ শুক্রবার বাদ আছর নওদাপাড়া হ'তে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের বাসভবন অভিমুখে ঐতিহাসিক গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর ভিত্তিতে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবীতে আহলে হাদীছদের এই ধরণের অভূতপূর্ব গণমিছিল রাজশাহীর ইতিহাসে এই প্রথম। নওদাপাড়া হ'তে রাজশাহী জেলা প্রশাসক-এর বাসভবন পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তা 'কুরআন-হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু মানিনা মানবো না' 'মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত ছিল। বিভিন্ন জেলা হ'তে আগত কর্মীদের হাতে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার শোভা পাচ্ছিল। যারা এক কিলোমিটার হাটতে অভ্যস্ত নন, রাজশাহী শহরের এমন অনেকেই সেদিন জোশে-আনন্দে এই দীর্ঘ রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। পুরা মিছিল গিয়ে মহানগরীতে পদ্মাপারের ঐতিহাসিক মাদরাসা ময়দানে মাগরিবের ছালাত আদায় করে এবং ছালাতের পরে মাননীয় আমীর ছাহেব কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তার আগে সাহেব বাজার অতিক্রম করার সময় তিনি ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের উপরে দাঁড়িয়ে স্মারক লিপির বক্তব্যের আলোকে উপস্থিত কর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সহ-সভাপতি মাননীয় জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পৌঁছে দেন। বলা আবশ্যক যে, কেন্দ্রের অনুরূপ মিছিল ও স্মারকলিপির অনুকরণে সাতক্ষীরা, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয় ও প্রশাসনের নিকটে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপির ভাষ্য ছিল নিম্ন রূপঃ

বরাবর,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যম জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

জনাব,

"বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘ" বাংলাদেশের ঐ সকল ছাত্র ও তরুণদের প্রতিষ্ঠান, যারা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাস করে। যারা মানব রচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতিকে ইসলাম বিরোধী এবং ধর্মের নামে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকাগত ফেরকাবন্দীকে ইসলামের মূল স্পিরিটের বিরোধী বলে মনে করে। তারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার একটি মাত্র শর্তে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি কামনা

করে। জনাব মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং জনাব মুহাম্মাদ আবু বকর এই সংগঠনের বর্তমান সভাপতি (১৯৮৯-৯১ সেশন)। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে এই সংগঠনের শাখাসমূহ রয়েছে।

এখানে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দেশবাসী ও সরকারের নিকটে দাবী আকারে আপনার মাধ্যমে পেশ করতে চাই!

১. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দেশে ইসলামী আইন ও শাসন চাই।

২. কবর পূঁজা, পীর পূঁজা, ওরস ও মীলাদ প্রথাসহ বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী প্রথাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং রেডিও, টি-ভি ও সরকারী প্রচার মাধ্যমসমূহে এ সবের বিরুদ্ধে জোর প্রচারনা চালাতে হবে।

৩. দেশের স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাসে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বইপত্র সিলেবাসভুক্ত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন কেতাব সংযোজন ও প্রকাশ করার দাবী জানাচ্ছি।

৪. ধূমপান, মাদক সেবন, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক গণজাগরণ ও গণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য আহ্লেহাদীছ যুবসংঘের ন্যায় বিভিন্ন কল্যাণমুখী যুব প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

কেন্দ্রীয় ইজতেমা শেষে দেশের বিভিন্ন জেলায় নূতন জিলা কর্ম পরিষদ নির্বাচন, সম্মেলন ও মিছিলের পোগ্রাম দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী ২৩শে মে সাতক্ষীরা পৌরসভা মিলনায়তন, ৫ই জুলাই বগুড়া টিটু মিলনায়তন, ১৯শে জুলাই গাইবান্ধার বোনারপাড়া বি, ডি, হল মিলনায়তন ২৬শে জুলাই খুলনার জোড়াগেটস্থ মিলনায়তনে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মী ও সুধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা ব্যতীত অন্য জেলা গুলিতে সম্মেলনের সাথে গণমিছিল এবং স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তার নিকটে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী সুসম্পন্ন হয়।

তাবলীগী ইজতেমা '৯২

১৯৯২ সালের ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার গত বছরের (১৯৯১) ন্যায় এবারও যুবসংঘের বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। জমিতে গম থাকার কারণে এ বারের ইজতেমা নওদাপাড়া আল মারকাযুল ইসলামী আল-সালাফীর দক্ষিন পার্শ্বস্থ জমিতে না হয়ে মাদরাসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। গত বারের ন্যায় এবারও শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ইজতেমা ও ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

এবারের ইজতেমায় দেশী ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও করাচী দারুল হাদীছ রহমানিয়ার মুদীর পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম ও বাগ্মী শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী যোগদান করেন। জিহাদের ফযীলত ও গুরুত্বের উপরে তাঁর ঈমানবর্ষক ভাষন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, কর্মী ও সুধীবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি নিজেও এতদূর উৎসাহিত বোধ করেন যে, এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, 'আপনারা আমাকে দা'ওয়াত না দিলেও আমি আগামী বছরে পূণরায় আসব।" ইজতেমায় বক্তব্য রাখার শুরুতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের সম্মানিত আমীর মাননীয় মেহমানকে জিহাদের ব্যাজ পরিয়ে দেন ও তরবারি উপহার দেন।

ইজতেমা '৯২-এর অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল 'জিহাদ গ্যালারী'। কাঁচ ও ষ্টীলের আধারে বাঁধানো এই সুদৃশ্য গ্যালারীর মধ্যে স্থান পেয়েছে গাইবান্ধা সদরের খোলাহাটি গ্রামের গাযী শেখ এফাযুদ্দীন হক্কানী (১৩৩)-এর জিহাদী স্মৃতি লাল কাপড়ের জিহাদী ব্যাজ ও কাঠের খাপসহ তরবারি। গায়ে সাদা সূতা দিয়ে আরবীতে লেখা আছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আনা মুজাহিদুন ফী সাবীলিল্লাহ' সাথে বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে- 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি আল্লাহ্র রাস্তার মুজাহিদ'। তাঁর ব্যবহৃত বিরাট তরবারিটির দৈর্ঘ্য ৩৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। মুজাহিদের পুত্র শেখ মুসা হক্কানী (৫৬) ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ উক্ত জিহাদী ব্যাজ ও তারবারি আহ্লেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের বর্তমান মাননীয় আমীর ছাহেবকে উপহার হিসাবে প্রদান করেন। যা তিনি আহ্লেহাদীছ যুবসংঘের গাইবান্ধা জেলা সম্মেলনে বোনারপাড়া বি,ডি, হল মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দানের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আহ্লেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ এর নিকট হ'তে ১৯-৭-৯১ তারিখে আনুষ্ঠিনিক ভাবে গ্রহণ করেন।

জিহাদ গ্যালারীর ২য় আকর্ষনটি হ'ল একটি জীর্ণ পুঁথি। যা একই জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন ঝাড়াবর্ষা গ্রামের সমীরুদ্দীন, যমীরুদ্দীন ও জামা'আতুল্লাহ নামক তিন সহোদর শহীদ ভাইয়ের স্মরণে তাঁদের ভাতিজা আব্দুল বারী কাযী স্বহস্তে তৈরী কালি দিয়ে পুঁথি আকারে প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার শোকগাঁথা হিসাবে রচনা করেন। আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের উপরে ডক্টরেট থিসিস করার জন্য গবেষণারত মাননীয় আমীর ছাহেব যুবসংঘের বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সাথে নিয়ে গাইবান্ধার গ্রামাঞ্চলে ভ্রমনের এক পর্যায়ে গত ১৩-১০-৮৯ইং তারিখে ঝাড়াবর্ষা গ্রামে গেলে উক্ত শোকগাঁথা লেখকের জীবিত পুত্র মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন কাযী (৭৪) ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ তাদের অতিযত্নে রক্ষিত উক্ত শোকগাঁথা। মাননীয় আমীর ছাহেবকে সানন্দে উপহার দেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত তিন শহীদ ভাই তাদের জীবদ্দশায় তাঁদের ৮০ বিঘা সম্পত্তির মধ্যে ৪২ বিঘা জমি ক্রমান্বয়ে বিক্রি করে জিহাদ ফান্ডে দান করেন ও অবশেষে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখার জন্য শাহাদতের আমিয় সুধা পান করে চির অমরত্ব লাভ করেন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক দিন-আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

গ্যালারীর ৩য় আকর্ষন হ'ল–একটি তামার বদনা। যার ওজন এক কেজি ২০০ গ্রাম। উচ্চতা সাড়ে ছয় ইঞ্চি ও ব্যাস ২৪ ইঞ্চি। এই বদনার মালিক ছিলেন সাতক্ষীরার গাযী মাখদূম হুসাইন ওরফে মার্জ্জুম হোসেন। সাং ভালুকা চাঁদপুর, সাতক্ষীরা। মার্জ্জুম হোসেনের প্রপৌত্রী সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানাধীন আইচপাড়া গ্রামের মৃত ছানাউল্লাহ সরদারের স্ত্রী হাফীযা খাতুন (৭১)–এর নিকট হ'তে গবেষক মাননীয় আমীর ছাহেব ২৩–১২–৮৯ইং তারিখে এটি সংগ্রহ করেন।

সাতক্ষীরার এই স্বনামধন্য গাযী মার্জ্জুম হোসেনের অন্যতম প্রপৌত্র জনাব আবুল হুসাইন (৬০)–এর বর্ণনামতে (তাং ২২–১২–৮৯ইং) জিহাদ আন্দোলনে যোগদানকারী মাখদুম হুসাইন বৃটিশ সরকার কর্তৃক ব্যাপক ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের সময় আহ্লেহাদীছ তরীকায় ছালাত আদায় দেখে বর্তমান পকিস্তানের শিয়াল কোটের এক মসজিদে পুলিশের হাতে ধৃত হন। পরে ইংরেজের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিন তিনবার ফাঁসীর দড়ি অলৌকিকভাবে ছিঁড়ে যাওয়ায় ভীত হয়ে তাঁকে খালাস দেওয়া হয়। শেষ সম্বল তামার বদনাটি হাতে নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের এই মুজাহিদ এক সময় সাতক্ষীরা এসে উপনীত হন। সাতক্ষীরার গুনাকরকাটি গ্রামে তাঁর ওয়াজ ও কেরামতে মুগ্ধ হয়ে উক্ত গ্রাম ও আশপাশের গ্রামসমূহের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন– যারা আহ্লেহাদীছ হিসাবে এখনও জীবন যাপন করছেন। তবে পরবর্তীতে সাতক্ষীরা সদর থানাধীন আলীপুর গ্রামের মক্তবের শিক্ষক মৌঃ আঃ আযীয এখানে এসে পুণরায় তাদের অনেককে হানাফী ও পীর পূঁজারী করে তোলেন। বর্তমানে সেখানে তার কবরকে ঘিরে একটি আস্তানা গড়ে উঠেছে। তবুও আস্তানার অনতিদূরে মার্জ্জুম হোসেনের ওয়াজ যে বাড়ীতে হয়েছিল তাদের উত্তরসুরীগণ এখনও আহ্লেহাদীছ হিসাবেই টিকে আছেন এবং তাদের একটি জামে মসজিদও রয়েছে (জিহাদ গ্যালারীর তথ্যাবলী মাননীয় আমীর ছাহেবের নিকট হ'তে গৃহীত)। ইজতেমার পর পরই সারা দেশব্যাপী কেন্দ্রের পক্ষ হ'তে সাংগঠনিক সফর ও জেলা সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের সম্মেলন ছিল ১২ই এপ্রিল কমরগ্রাম স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জয়পুরহাট জেলা সম্মেলন। এতদ্ব্যতীত ২১ ও ২২শে মে তারিখে বুড়িচং থানা সদরে আহ্লেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন বাজারে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা জেলা সম্মেলন ও ২৮শে মে '৯২–তে মনিরামপুর থানাধীন মুজগুন্নী গ্রামে অনুষ্ঠিত যশোর জেলা সম্মেলন। এছাড়াও সাতক্ষীরা, খুলনা, পাবনা প্রভৃতি জেলা সম্মেলন ও কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় ২০শে এপ্রিল '৯২ থেকে টেকনাফ উপকূলবর্তী রোহিংগা উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে যুবসংঘের পক্ষ হ'তে সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ–এর নেতৃত্বে প্রায় সপ্তাহব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। যাতে যুবসংঘের প্রায় ১৩টি সাংগঠনিক জেলা হ'তে কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। যার বিস্তারিত রিপোর্ট 'যুবসংঘ বার্তা' ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

.....

www.ahlehadeethbd.org

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ও আজকের সমাজ

– মুহতারামা তাহেরুন নেসা
আহবায়িকা, বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ মহিলা সংস্থা।

সভ্যতার চরম বিকাশের যুগেও নারীর যে অমর্যাদা ও অবমূল্যায়ন দেখা যাচ্ছে তা আরবের আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু এদেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নারী জাতি এক অসহনীয় মর্যাদাহীন পরিস্থিতির শিকার। চারিদিকে নারী নির্যাতন, নারী পাচার, ধর্ষন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের বিভৎস অত্যাচার প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী, হাসপাতালের অসুস্থ রোগিনী এমনকি মৃতার লাশ পর্যন্ত পাশবিকতার হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। নারী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনাও এ সমাজে ঘটছে।

বিগত যুগেও নারীজাতি এমনিভাবে বিভিন্ন অজুহাতে ও কলা-কৌশলে নির্যাতিত হয়েছে। সে যুগের সমাজ নেতারা এর প্রতিরোধে কিছু কিছু চেষ্টাও নিয়েছিলেন– যা প্রায় সকল যুগেই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে বিগত সভ্যতাগুলিতে নারীর দেওয়া মর্যাদার সাথে ইসলামের দেওয়া মর্যাদাকে আমরা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা পাব।

(১) গ্রীক যুগে নারীঃ প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা ছিল সবচেয়ে নামকরা। জ্ঞানবিজ্ঞানে ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা তৎকালীন পৃথিবীর নেতৃত্ব দিত। কিন্তু নারীর মর্যাদা সেখানে ছিল খুবই দূর্ভাগ্যজনক। গ্রীকদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে নারীকে "মানুষের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই নোংরা আকীদা তাদের নৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ গ্রীক নাগরিকের নিকটে নারীর মর্যাদা ছিল ভূলুণ্ঠিত। অধিকাংশের নিকটে বিয়ে একটা বোঝা স্বরূপ গণ্য হয়েছিল। নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব অতটুকুই ছিল যেমন পতিতালয়ের নারীদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব। পতনযুগে গ্রীকরা আফ্রোদিত (APHRODITE) নামক প্রেম দেবীর পূঁজা শুরু করে। ফলে বেশ্যালয়গুলি উপাসনাকেন্দ্রের ন্যায় উঁচু-নীচু সকলের জন্য সম্মেলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এভাবে নারীত্বের চরম অবমাননার সাথে সাথে গ্রীক সভ্যতার মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে।

(২) রোমক সভ্যতায় নারীঃ গ্রীকদের পরেই ইতিহাসে রোমান সভ্যতার স্থান। তাদের উন্নতির যুগে নারীর সতীত্ব ও সম্মানকে খুবই মর্যাদার চোখে দেখা হ'ত। সেখানে বিবাহ ও পর্দাপ্রথা চালু ছিল। বেশ্যাবৃত্তি চালু থাকলেও লোকেরা এটাকে খুবই ঘৃণা করত।

কিন্তু বস্তুগত উন্নতির চরম শিখরে উঠে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায় এবং নারীদেরকে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে স্বাধীনতার নামে বের করে নিয়ে আসে। পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি তাদেরকে কর্মজগতে নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বৈবাহিক জীবনে নেমে আসে চরম স্বেচ্ছাচার। দাম্পত্য বন্ধন শিথিল হ'তে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। বিচ্ছেদের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়তে থাকে। বিবাহ একসময় সামাজিক চুক্তির রূপ ধারণ করে। যা যেকোন সময় ভঙ্গ করা চলে। স্ত্রীরা যেকোন সময় চুক্তি বাতিল করে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহের চুক্তি করতে শুরু করে। পাদ্রী জুরুম (৩৪০-৪২০ খ্রীঃ) বিগত যুগের একজন নারীর কথা বলেন, যে ৩২ জন পুরুষের সংগে বিবাহ করেছে এবং সে তার শেষ স্বামীর ২১তম স্ত্রী ছিল। সমাজের নেতারা এইসব বিয়েকে 'ভদ্র যেনা' গণ্য করতেন। রোম সাম্রাজ্যের নৈতিকতা বিষয়ক ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কাতো (CATO) (মৃঃ ১৮৪ খৃঃ পূ) বিষয়টি স্বীকার করেন এবং সমাজে স্বেচ্ছাচারমূলক বহু বিবাহ প্রথাকে 'মন্দ কাজ নয়' বলে মন্তব্য করেন। এই ভাবে যেনার ছড়াছড়িতে রোমকদের নৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়- যা তাদের সভ্যতার পতন ডেকে আনে।

(৩) ইউরোপীয় খৃষ্টানদের নিকটে নারীঃ রোমকদের পতনের পর ঈসায়ী ধর্ম ইউরোপীয়দের নিকট প্রসার লাভ করে। রোমকদের পতন দশা তাদের উপরে দারুণ প্রভাব ফেলে। সে কারণ তারা নারী সঙ্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। পাদ্রীরা ঈসায়ী ধর্মের মুখপাত্রের দাবী নিয়ে ঘোষণা করেন যে, নারী হ'ল 'সকল পাপের উৎস' এবং মানব জাতির অভিশাপ। তারতুলিয়ান (TERTULLIAN) ক্রিসোসতাম (CHRYSOSTUM) প্রমুখ পাদ্রীনেতারা এই ঘোষণা দিয়ে বিয়েকে যদিও হালাল রাখেন তথাপি এটাকে 'বিধিবদ্ধ যেনা' হিসাবে নিন্দনীয় মনে করেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে প্রচারিত এই চরমপন্থী মতবাদ সমস্ত খৃষ্টান জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং নারীর প্রায় সকল অধিকার হরণ করে। ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত এই অবস্থা কমবেশী চালু থাকে। কিন্তু এই চরমপন্থী ব্যবস্থা বেশী দিন টেকেনি। ১৯শ শতাব্দীতে এসে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে তারা পাল্টা চরমপন্থী কিছু নীতি চালু করে যেখানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু উভয় নীতিই ছিল চরমপন্থী এবং মানুষের স্বভাবধর্ম বিরোধী। ফলে পূর্বেকার বিধ্বস্ত সভ্যতাগুলির ন্যায় খৃষ্টানী সভ্যতাও যৌন স্বেচ্ছাচারে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে গেল। আধুনিক প্রযুক্তি তাদেরকে এ ব্যাপারে আরও উৎসাহ যোগাচ্ছে। গর্ভপাত সেখানে আইনসিদ্ধ হয়েছে। কুমারী মাতা এখন আর কোন লজ্জার ব্যাপার নয়। কলগার্ল সেদেশের সভ্যতার অংশ। তাদের সাহিত্য যৌনতায় ভরে গেছে। নগ্নতা এখন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা প্রকারান্তরে নারীত্বের অমর্যাদার শামিল। তাই বলা চলে যে, বর্তমানের খৃষ্টানী বা আধুনিক সভ্যতা তাদের পূর্বসূরী রোমক ও গ্রীকদের ন্যায় ক্রমেই ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে।

www.ahlehadeethbd.org

(৪) কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী বিশ্বে নারীর মর্যাদাঃ বর্তমান যুগে কম্যুনিষ্ট বিশ্বে যে সামাজিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা মূলতঃ ইরানের প্রাচীন 'মাযদাকী' মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বাদশাহ নওশেরওয়াঁ এর পিতা কোবাদ এর আমলে "মাযদাক" নামক জনৈক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেন যে, মানব সমাজে সকল অশান্তির মূল কারণ হ'ল নারী ও অর্থসম্পদ। অতএব এই দু'টি বস্তু ব্যক্তি মালিকানা থেকে বের করে জাতীয় মালিকানায় থাকতে হবে। আগুন, পানি ও মাটিতে যেমন সকলের অধিকার আছে, নারী ও সম্পদেও তেমনি সকলের সমানাধিকার থাকবে। বর্তমান সমাজতন্ত্রী বিশ্বে সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। নারীর অবস্থা সেখানে মাযদাকী আমলের চেয়ে খুব একটা পৃথক নয়। বিবাহ প্রথাটি যদিও সেখানে চালু আছে তবুও ঘুনে ধরা কাঠের মতই ক্ষণভঙ্গুর। ফলে নারীর মর্যাদা সেখানে ক্রমেই ভোগ্যপণ্যের অবস্থায় উপনীত হচ্ছে।

(৫) ইহুদী, ব্যবিলনীয়, পারসিক ও হিন্দু সভ্যতায় নারীঃ ইহুদীদের ধারণামতে মা 'হাওয়া' ছিলেন 'মানব জাতির সকল দুঃখ-কষ্টের মূল'। এই ভুল ধারণাই ইহুদী সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ফলে তাদের সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে তেমন কিছুই ছিল না।

গ্রীক সভ্যতার চরম অধঃপতনযুগে ব্যবিলনীয় ও পারসিক সভ্যতায় ব্যাপক ধ্বস নামে। ব্যবলনীয়দের মধ্যে ব্যভিচার সাধারণ রূপ ধারণ করে। পারসিকদের মধ্যে মাযদাকী মতবাদের প্রসার ঘটে। একই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে 'বামমার্গী' নামক চরম নোংরা ধর্মীয় মতবাদ চালু হয়। যেখানে নারীরা পরকালীন মুক্তির ধোকায় পড়ে নিজেরা এসে ঐসব বামমার্গী সাধূদের বাড়ীতে ও মন্দিরে দেহদানে লিপ্ত হ'ত। হিন্দুদের নিকট গ্রীকদের ন্যায় নারীরা 'পাপাত্মা' বলে কথিত ছিল। সেকারণে তাদেরকে সম্পত্তির অধিকার, বিধবা বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি স্বামীহারা নারীকে ধর্মের নামে মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার বিধানও চালু করা হয়। তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ নিষিদ্ধ করা হয়। গান্ধর্ব্য বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, শিবলিঙ্গ পূঁজা প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নারীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করে। যা কমবেশী আজও চালু আছে।

(৬) প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের নিকটে নারীঃ ইসলাম আসার প্রাক্কালে আরবীয় মহিলা সমাজে দু'টি স্তর ছিল। (ক) উচ্চস্তরের মহিলাঃ এরা ছিলেন কবিতা, বীরত্ব, চিকিৎসা, বক্তৃতা ও জ্ঞানবত্তার দিক দিয়ে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্রী। মা খাদীজা এই স্তরেরই একজন স্বনামধন্যা বিদুষী মহিলা ছিলেন। (খ) সাধারণ স্তরের মহিলাঃ এই স্তরের মহিলারাই ছিলেন সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের অবস্থা বিগত পতিত সভ্যতা গুলির চাইতে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও অধঃপতিত ছিল। যার জন্য কণ্যাসন্তানের জন্ম হওয়া বাপ মায়ের নিকট খুবই দুঃখের কারণ হিসাবে প্রতীয়মান হ'ত। অনেকে এজন্য কন্যা জন্মের সাথে সাথে মাটিতে পুঁতে বা কুয়ায় ফেলে মেরে ফেলত। (সূরায়ে নাহল ৫৮, তাকভীর ৮,৯)

সমাজে মেয়েদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির অধিকার সবই ছিল পুরুষের একচেটিয়া। ঠিকা বিবাহ, বহু বিবাহ, বদলী বিবাহ, মা ব্যতীত অন্যান্য সকল মহিলা বিবাহ প্রভৃতি নোংরামি চালু ছিল। অধিকাংশ নারীই সমাজে অধিকারহীন ক্রীতদাসী হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। যেনা–ব্যভিচার ব্যাপকহারে চালু ছিল। ফলে সাধারণভাবে নারী ভোগের সামগ্রী হিসাবেই ব্যবহৃত হ'ত।

(৭) ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ তৎকালীন পৃথিবীর উপরোক্ত সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীর জন্য স্থায়ী মুক্তি ও মর্যাদার গ্যারান্টি দিয়ে ঘোষণা করে যে, সমাজদেহ পরিচালনার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়ের পোষাক সমতূল্য– (বাকারাহ ১৮)। একটি গাড়ীতে যেমন দু'খানা চাকার প্রয়োজন। কিন্তু দু'খানা চাকা স্ব স্ব স্থানচ্যুত হ'য়ে একত্রিত হ'লে এ্যাকসিডেন্ট ঘটা স্বাভাবিক, তেমনি নারী ও পুরুষ উভয়ে নিরাপদ দূরত্বে পর্দায় অবস্থান করে সভ্যতার গাড়ী গতিশীল রাখবে। বলা হ'ল তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে অধিকতর তাক্ওয়ার অধিকারী (হুজুরাত ১৩)। যেনা–ব্যভিচার, ঠিকা বিবাহ, বদলী বিবাহ সবই হারাম ঘোষণা করা হ'ল। পুরষের ন্যায় নারীকেও স্বামী, সন্তান, পিতা ও ভাইয়ের সম্পত্তিতে অংশীদার করা হ'ল। তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ফরয ঘোষণা করা হ'ল। ১৪ জন মহিলার সঙ্গে বিবাহ হারাম করে তাদের ইয্যতের গ্যারান্টি দেওয়া হ'ল। ক্রীতদাসীকে মুক্তি দিয়ে বিবাহের মাধ্যমে সম্মানিত জীবন যাপন করাকে অধিক ছওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা করা হ'ল। বিবাহের ব্যাপারে যাবতীয় জাহেলী রেওয়াজ বাতিল করে নারীর সম্মতি গ্রহণ, তাকে মোহরানা প্রদান এবং অলী ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ বাধ্যতামূলক করার ফলে– তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হ'ল। তাদেরকে খোলা তালাক প্রদান ও বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হ'ল। "নারী সকল অকল্যাণের মূল" এই জাহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হ'ল যে, "আমরা মানব জাতিকে (নারী–পুরুষসহ) সম্মানিত করেছি . . . . এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপরে মর্যাদামন্ডিত করেছি" (বনী ইস্রাঈল ৭০)। অতঃপর নারীর উপরে পুরুষের যে কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ইসলাম ঘোষণা করেছে তা মূলতঃ সামাজিক শৃংখলার ক্ষেত্রে, মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা সমানভাবে জিজ্ঞাসিত হবে" (মুসলিম)। মোটকথা ইসলাম বিগত সভ্যতাগুলির দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে নারীকে সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে গণ্য করে। ইসলামের নিকট নারী অকল্যাণকর নয়, ভোগের সামগ্রীও নয়। বরং তা সমাজের অগ্রগতিতে ও সুখে দুঃখে পুরুষের বিশ্বস্ত ও অপরিহার্য্য সঙ্গিনী।

এভাবে যে ইসলাম নারী জাতিকে জাহেলিয়াতের জিঞ্জির হ'তে মুক্ত করে এক অভাবনীয় জীবন বোধের সন্ধান দিল এবং তার ফলে মা, খালা, বোন, কণ্যা ইত্যাদি হিসাবে যে মহান আত্মমর্যাদা বোধ নিয়ে পুরুষ সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করল–সেই ইলাহী বিধানকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রগতির ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে মর্যাদার পর্দা ছুঁড়ে ফেলে নারী

www.ahlehadeethbd.org

আজ বাইরে বেরিয়ে আসছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত নিজের গোপন সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনতা ও ফ্যাশনের নামে পুরুষের সামনে তুলে ধরছে। ফলে আগুন আর মোমের যে অবস্থা আজকের সমাজে স্বাভাবিকভাবে তাই–ই ঘটে যাচ্ছে। রোমক সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, হেলেনীয় সভ্যতা প্রভৃতি বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংসের মূল বীজ হিসাবে নারী যে ভাবে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল, আজকের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা ধ্বংসের জন্য তথাকথিত প্রগতিবাদী নারীরাই যে দায়ী হবে তার লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পর্দাহীন নারী রাস্তায় চলবে, পাশাপাশি চেয়ারে বসে চাকুরী করবে আর পুরুষ সহকর্মী তার দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না–এটা একেবারেই বাস্তব বিরোধী কথা। আর সে কারণেই সমাজে ঘটছে যত অঘটন। আধুনিক যুগে নারী এখন সাধারণ পণ্যের চেয়েও সস্তা, বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির হাতিয়ার, সার্কাস সিনেমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। নারী এখন দেশের নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও নারীই আজ চরম নির্যাতনের শিকার।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য জ্ঞানবান পুরুষ সমাজকে যেমন এগিয়ে আসা প্রয়োজন, তেমনি আত্ম মর্যাদাহীন চলন্ত শোকেস বেপর্দা নারী সমাজকে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া সর্বাধিক যরুরী। ইসলাম নারীকে আত্ম মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে ও সেই মোতাবেক তাকে সমাজ জীবনে চলার জন্য কিছু স্থায়ী নিয়মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। সেই শিক্ষা ও নিয়ম পদ্ধতির কঠোর অনুশীলন ও অনুসরণ ব্যতীত সমাজে নারীকে তার আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। শুধু যে কঠোর আইন রচনা দ্বারা নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয় বিগত এরশাদ আমলে ও বর্তমান বেগম জিয়ার আমলে তার বাস্তব প্রমাণ দেখা গেছে।

সুতরাং যতদিন নারী তার নিজস্ব গন্ডির মধ্যে বিচরণ করার মানসিকতা অর্জন করতে না পারবে, যতদিন কুরআন–সুন্নাহর আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমে চরিত্রে, ব্যবহারে, আচার আচরণে গভীর আত্ম মর্যাদাবোধের পরিচয় দিতে না পারবে, যতদিন সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ, উভয়ের কর্মস্থল পৃথক, রেডিও–টিভিতে চরিত্র বিধ্বংসী প্রচারণা বন্ধ না হবে ততদিন নারী তার সম্মানজনক অবস্থানে পৌছাতে পারবে না।

অতএব আসুন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের নির্দেশিত বিধি–বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি। যেন আমরা আমাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে প্রাথমিক যুগের মুসলিম নারীদের ন্যায় শক্তিমান আদর্শ নারী হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি।

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের পরিচয়

— মুহাম্মাদ মোমতায আলী খান (রাজশাহী)

আমরা মুসলিম। আমাদের এক এবং অবিভাজ্য ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম হলো প্রকৃতির ধর্ম, যুক্তির ধর্ম, বিজ্ঞানের ধর্ম, প্রগতির ধর্ম। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সাথে আপন মহিমায় তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা এর রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের উপযোগী ধর্ম হলো ইসলাম। এ ধর্ম নবী মুহম্মদ (সঃ)–ই যে পৃথিবীতে এনেছিলেন তা নয় বরং মানুষ সৃষ্টির সংগে সংগে এসেছে এবং আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এ যাবত যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলগণ এ ধর্মই প্রচার করে এসেছেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) হলেন সর্বশেষ প্রচারক এবং ইসলামের সর্ব শ্রেষ্ঠ রূপকার।

সকল মুসলমান আমরা ভাই ভাই। কিন্তু কোন মাযহাব বা ফির্কার অন্তর্ভূক্ত তাকলীদ পন্থী দল নই। আমরা কুরআন সুন্নাহ্‌র প্রত্যক্ষ অনুসারী আহ্‌লেহাদীছ। আমাদের পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন ও মানুষের সাথে মজলীসী পদ্ধতি, ইবাদাত অনুষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন স্তরে আমাদের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য সহজেই আলাদাভাবে নিরুপণ করা যায়। সঙ্গত কারণে আমরা অতীতকাল হতে মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে আহ্‌লে হাদীছ নামে পরিচিতি লাভ করেছি।

আমরা লা–শরীক আল্লাহর অনুগত গোলাম। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো দরবারে আমাদের মাথা নত হয় না। আমরা কস্মিল কালেও কোন, কবরের কাছে, পীরের কাছে, কোন অযৌক্তিক আজগুবী অলৌকিক বিশ্বাসের কাছে আত্মনিবেদন করতে জানিনা। অধিকন্ত দা'ওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আমরা সমাজে প্রচলিত সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আতী রসম রেওয়াজের প্রতিবাদ করি।

যারা আলেম, যারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান তাঁদের সবাইকে আমরা সম্মান করি, শ্রদ্ধা জানাই। তাই বলে তাদের কাউকে অভ্রান্ত বলে, মাসুম ব'লে বিশ্বাস করিনা। একটি শান্তির সামাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে আসমানী কিতাব নিয়ে যে আখেরী নবী এই নিখিল জগতের মাঝে এসেছিলেন সেই মহামানবের অনীত বিধানকে আমরা পরম সত্য বলে জানি আমাদের মতবাদ হলো নির্ভেজাল ঐশী মতবাদ যা ব্যক্তিগত চিন্তা ধারার চাকচিক্যময় খামখেয়ালী থেকে মুক্ত। এ জন্য আমরা গদীর লোভে, ক্ষমতার মোহে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন পাওয়ার জন্য লালায়িত হইনা। প্রচলিত শেরেকী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে আমরা আমাদের ঈমানকে, আদর্শকে বরবাদ করতে পারিনা। আমরা আল্লাহর প্রেরীত সত্য দ্বীনকে ঘুনে ধরা সমাজের সামনে তুলে ধরতে চাই। শুধু রাজনীতি নয়, শুধু অর্থনীতি নয় বরং সমাজের প্রথম স্তর থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্ব

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষেত্রে বিপ্লবের লক্ষে ছিন্ন ভিন্ন পরাজিত, দূর্বল বিরাট সংখ্যক উম্মতকে তাওহীদের ঝান্ডাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন নিয়ে আমরা কখনো মাথা ঘামাইনা। "বাল্লিগু আন্নি ওয়াল ও আয়াতন" প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে আল্লাহর কম সংখ্যক সম্বলহীন বান্দাদের নিয়ে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করি। পার্থিব বিজয়ের গৌরবের জন্য নয় সৃষ্টিকর্তার পরম সন্তুষ্টির জন্য, পরকালীন মুক্তির জন্য। তাই আমাদের সংগ্রাম আকীদা পরিবর্তনের সংগ্রাম।

তলোয়ারের বদলে কথা, কলম ও সংগঠনকে আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তুলে নিয়েছি। বস্তুর দ্বান্দ্বিক নিয়মে আমরা দেখতে পাই, তেল কখনো জলের সাথে মিশতে পারেনা। ঠিক আমরা তেল এবং জলের সেই চিরায়ত দ্বন্দ্বকে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বের সাথে তুলনা করি এবং সহজ সরল মুসলমানকে ধোকায় না ফেলে প্রকৃত হকের দিকে ডাক দিয়েযাই।

মুসলিম জাহানের সব দেশেই আমাদের দৃঢ় অবস্থান। কোথাও আমরা আনসারুস্ সুন্নাহ কোথাও সালাফী আবার কোথাও মুহাম্মদী। আমাদের আসল পরিচয় হলো সুন্নতের আপোষহীন অনুসারী আমরা আহলুল হাদীছ। আমরা কারো অনুমোদন সাপেক্ষে নবীর অনুসরণ করিনা। প্রত্যক্ষ ভাবে ছহীহ্ হাদীছের অনুসরণ করি। ইসলামের প্রারম্ভিক কাল থেকে আজ অবধি তাওহীদ ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র আমরাই বিভিন্নভাবে আন্দোলন চালিয়ে আসছি। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরাই প্রথম বিদ্রোহের অনির্বাণ শিখা জ্বেলেছিলাম। জান-মাল বাজি রেখে আমরা ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আজো সেখানকার প্রতিটি ধূলি-কণায় অসংখ্য নাম না জানা বীর শহীদানের পবিত্র খুন লুকিয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে।

পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই, কোন ব্যক্তির উপরে, কোন রাজনৈতিক দলের উপরে কিংবা কোন বিশেষ মহলের উপরে আমাদের বিশ্বাস বা নির্ভরতা কখনও ছিলনা। বর্তমানেও তা নেই। যিনি রাজার রাজা, বাদশাহ্র বাদশাহ। গরিয়ান, মহিয়ান সেই মহান মালিক বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'য়ালা হচ্ছেন আমাদের সর্বক্ষণের সকল নির্ভরতার একমাত্র কেন্দ্রীয় আশ্রয়স্থল এবং তদীয় রাসূল (সঃ) হলেন আমাদের চির সুন্দর মহানতম আদর্শ। যাঁর নির্ভূল নির্দেশনা আমাদের অবশ্যই নিয়ে যাবে ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর দিয়ে মন্যিলে মাকসুদের দিকে, জান্নাতের পথে। আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো!

মুসলিম সমাজ কোন পথে

— মোঃ রফিকুল ইসলাম (বগুড়া)

গতিশীল দুনিয়ায় চিরাচরিত নিয়মে প্রতিবারই আমাদের মাঝে ফিরে আসে ১লা এপ্রিল। আর এ দিনটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম অনেকেই হাসি-তামাশায় মেতে উঠে। কে কাকে কিভাবে ঠকাবে তা যেন এপ্রিলের পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে।

সালটা ছিল ১৯৯২। প্রতিবারের মত সেবারও এসেছিল ১লা এপ্রিল। ঐদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে হাতে ব্রাশ নিয়ে বাহির হলাম। এমন সময় দেখলাম আমার প্রতিবেশী এক শিক্ষিত ভদ্রলোক হাসিমুখে এক টুকরো কাগজ নিয়ে তার মেয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোকটিকে হাসিমুখে দেখে আমি ভাবলাম হয়তো কোন সুসংবাদ তার মেয়েকে দিতে এসেছেন। সেই সুসংবাদটি শোনার জন্য আমার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হল। ভদ্রলোকটি কাগজখানা নিয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই বাড়ীর মধ্যে হাসাহাসির আওয়াজ ভেসে এল। আমি অবাক হয়ে চিন্তা করলাম এত জোরে হাসির কারণ কি? কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। একসময় দেখলাম শিক্ষিত ভদ্রলোকটি বাড়ীর বাইরে আসছেন। অবশেষে আমরা কৌতূহল থামাতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এত হাসাহাসির কারণটা কি? সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে কাগজখানা দিয়ে আবারও হাসতে লাগলেন। আমি কাগজখানা নিয়ে পড়লাম-তাতে ছোট এক লাইনে লেখা-"মা তুই এপ্রিল ফুল হলু"- আমার মনেই ছিলনা যে আজ ১লা এপ্রিল। তারপরই পাশের বাড়ীতে ছোট্ট ছেলের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল,-"আমি দাদুকে ঠকিয়েছি, 'আমি দাদুকে ঠকিয়েছি'।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ভদ্রলোককে আমি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলাম, বলুনতো! 'এপ্রিল ফুল' পালন করলেন কেন? জানেন এর জন্ম কি ভাবে হয়েছে? গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন কেন ১লা এপ্রিল হচ্ছে ঠকানোর দিন। এই দিনে যিনি যাকে যত বোকা বানাতে পারেন। তিনি নিজেকে তত ধন্য মনে করে থাকেন।

সে দিন তাকে আমি বুঝানোর জন্য বলেছিলাম- এ দিনটি মুসলমানদের জন্য আনন্দের দিন নয়। এ দিনটি খৃষ্টানদের আনন্দ উৎসবের দিন। আর মুসলমানদের অনুতাপের দিন। ভদ্রলোক বললেন কেন? আমি বললাম- তাহলে শুনন! ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলের ১লা তারিখে স্পেনের খোদাদ্রোহী, বিধর্মী খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার নেতৃত্বে নৃশংস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী গ্রানাডায়। মুসলমানদের ধোকা দিয়ে অকাতরে হত্যা করা হয়েছিল ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে। সেই বিজয়কে অক্ষুন্ন রাখার জন্য খৃষ্টানরা প্রতিবছর ১লা এপ্রিল তারিখে 'এপ্রিল ফুল' পালন করে থাকে। আর আমরা চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে সেই দিনটি আনন্দ উৎসব হিসাবে পালন করে থাকি।

বর্তমানে আমরা নামে মুসলমান। কিন্তু আমাদের কাজ-কর্ম সব বিজাতীয়। ইসলামের কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের কোন ধ্যান-ধারনা নেই। আমরা যেদিকে একটু হাসি-খুশি, আনন্দ-উল্লাস দেখতে পাই সে দিকেই ঝুঁকে পড়ি। মুসলিম সমাজ আজ কোন পথে? সেদিকে খেয়াল করা দরকার। আমাদের উচিৎ সমাজে প্রচলিত বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাথায় পদাঘাত করে কুরআন হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনঃ জাগরণ ঘটানো। তাই আসুন! আমরা অলসতা পরিহার করে দীপ্ত শপথ নিয়ে এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

রসূল (সঃ)–এর চরিত্র গঠন পদ্ধতি

– মোঃ সিরাজুল ইসলাম (যশোর)

যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে, সাধনা ও তপস্যার গহনে তলিয়ে গিয়ে মানুষের জন্য যাঁরা উদ্ধার করে এনেছেন মহাসত্য ও চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম পন্থা, যাঁদের আগমনে ঘোষিত হয়েছিল তাওহীদ, মানবতা আর হক ইনসাফের জয়ধ্বনি, সত্য ন্যায়, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির নতুন সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল পৃথবী যাঁদের চরণ পরশে, মরুভাস্কর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ ও ইহ পারলৌকিক শান্তির জন্যে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন এবং নৈতিক চরিত্রের পরিশুদ্ধি। এ ব্যাপারে রসূল (সঃ) নিজেই এরশাদ করেছেন "মানুষকে মহান নৈতিক চরিত্রের গুণাবলীতে ভূষিত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

মূলতঃ একথা স্পষ্ট যে চরিত্রই মানুষের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল চাবিকাঠি। যে ব্যক্তির চরিত্র নেই সে 'মানুষ' পদবাচ্য নয়। আর যে সমাজ বা জাতি চরিত্রহীন তার পক্ষে দুনিয়ায় বেঁচে থাকা না থাকা সমান। চরিত্র মানুষের একমাত্র গৌরব সম্পদই নয়, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপাদান। যে সত্তাকে 'মানুষ' বলা হয়, তা নিছক দেহ সর্বস্ব নয়। দেহ মানুষের আধার, দেহে নিহিত আত্মার বহিঃ প্রকাশই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। দেহ কেন্দ্রীক আত্মাকে যে সব মৌল উপকরণ ও ভাবধারায় অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত হতে হয়, চরিত্রেই ঘটে তার নির্ভূল প্রকাশ। কোন মানুষ তাই চরিত্রকে উপেক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ মনীষীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Character is lost, everything is lost."

রসূল (সঃ)কে নৈতিক চরিত্র সংস্কারের ক্ষেত্রে তাই একাধারে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরণের কাজই করতে হয়েছিল। একদিকে পাশবিক বা Animality বৈশিষ্ট্যকে উৎখাত করতে হয়েছে এবং অপরদিকে উন্নত মানবিক গুণ বৈশিষ্ট্যকে উন্নত করতে হয়েছে। এজন্যে সংস্কারক হিসেবে প্রথমে তাকে নিজের নির্মল চরিত্রের প্রমাণ দিতে হয়েছিল। অতঃপর তাঁর কাছাকাছি নির্মল চরিত্রের একদল মানুষ গড়ে তুলতে হয়েছিল। এখানে রসূল (সঃ)–এর চরিত্র গঠনের প্রধান কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণিত হ'লঃ–

ঈমানঃ ঈমান হচ্ছে চরিত্র গঠনের প্রথম উপায়। মানুষের নৈতিক চরিত্র তখনি পূর্ণতা লাভ করতে পারে যখন তাঁর ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ চরিত্র বলতে যে সৎ গুণাবলীকে বুঝায় তা পাওয়া যেতে পারে একমাত্র তার ভিতরে যে পূর্ণরূপে ঈমান গ্রহণ করে। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের দ্বার্থহীন ঘোষণাও তাই–"নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত, যারা ঈমান গ্রহণ করেছে .....।" –সূরা আছর। এ

ছাড়াও কুরআন মজীদে অনুরূপ শিক্ষামূলক অসংখ্য উপদেশ রয়েছে যার বিষয় হচ্ছে ঈমানের সূর্যলোকে বিশ্ব জগতকে আলোকিত করা ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করা।

ইসলামঃ ঈমানের পর ইসলামই হচ্ছে চরিত্র গঠনের দ্বিতীয় উপায়। ইসলাম অর্থ নিজেকে কারও নিকট সোপর্দ করে দেওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অধীন ও অনুগত হয়ে থাকা। তাই একই সঙ্গে কারও অনুগত ও তাঁর নিকট নিজেকে সোপর্দ করে তাঁর না- পসন্দ এমন কোন কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্যে যে, আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্যকেই নিজ জীবনের আদর্শ ও পন্থারূপে গ্রহণ করে, সে সেই আলোকেই তার নিজ জীবনকে গঠন করার প্রয়াস পায়। আল্লাহতায়ালা কালামে পাকে ঘোষণা করেন, 'তার চেয়ে উত্তম কথা কি হ'তে পারে যে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে ও নেক আমল করে এবং বলে যে আমি আত্মসমর্পিতদের একজন'-সূরা হামীম সাজদা ৩৩ আয়াত। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে রসূল (সঃ) নামায, যাকাত, রোযা হজ্জ ইসলামের রোকন গুলোর মাধ্যমে চরিত্র গঠনের এক অতুলনীয় অভাবনীয় ধারা সুসম্পন্ন করেন যা মানব বুদ্ধির অতীত।

তাকওয়াঃ চরিত্র গঠনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ পাক বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে।"-সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত। ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়াই সকল কিছুর মূল। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা; সে ব্যক্তি কখনো কোন পাপের চিন্তা করতে এবং কোন পাপের কাজ করতে পারে না। আল্লাহ্ তাঁর রসূলের চরিত্রকে তাকওয়ার মাধ্যমে সুসজ্জিত করেছেন। আর রসূল (সঃ) তাঁর কথা, কাজ ও উত্তম শিক্ষার দ্বারা মানুষকে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ইহ্সানঃ ইসলামের লক্ষ্য হ'ল এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানকার সবলোক পরস্পরের সাথে কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ এবং পবিত্র নৈতিক চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকে।

রসূল (সঃ) নিজ চরিত্রেই এই মহৎ গুণের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যদিকে তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীদেরকেও এ পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে সকল মহৎ গুণাবলী বিরাজিত ছিল, তার কয়েকটি নিম্নে আলোচিত হ'লঃ-

(১) আল্লাহ্র উপর নির্ভরতাঃ আল্লাহর উপর নির্ভরতা মুমিনকে বিপদকালে অবিচল থাকতে সাহায্য করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। সে ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয় না বা নৈতিক চরিত্র ও আকীদা বিশ্বাসকে বিসর্জন দেয় না।

(২) কৃতজ্ঞতাঃ উপকারের প্রতিদান কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কি হতে পারে? কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি অবশ্যই পালনীয়। আল্লাহ্ পাক বলেন, "তুমি ইহ্সান কর যেমন আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি ইহ্সান করেছেন।" (সূরা কাছাছ ৭৭ আয়াত)

www.ahlehadeethbd.org

রসূল (সঃ) বলেছেন, " তোমরা জগৎবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

উপকারীর উপকারের স্বীকৃতি একটি মানবিক গুণ ও নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট।

(৩) সত্যনিষ্ঠাঃ "Truth is beauty, beauty is truth." অর্থাৎ যা সত্য তাই সুন্দর, যা সুন্দর তাই সত্য। সততা চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সততা চরিত্র গঠনের মৌলিক বিষয়। এ জন্যে মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

(৪) দয়া ও মহত্বঃ দয়া একটি মহৎ গুণ। সমাজ জীবনে মানব হিতের জন্যে যতগুলি অভিব্যক্তির বিকাশ সম্ভব ও প্রয়োজন, দয়াশীলতা তার অন্যতম। ব্যক্তি ও সমাজধর্মে দয়া তাই একটি অপরিহার্য গুণ।

(৫) বিনয় ও নম্রতাঃ বিনয় ও নম্রতা মানুষের চরিত্রের ভূষণ। আল্লাহর প্রকৃত আবেদ যে সব ব্যক্তি তারা বিনীতভাবে চলাফেরা করেন। বিনয় ও নম্রতা মানুষকে প্রকৃত মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করে। সামাজিক চরিত্রের যতগুলো মহৎ গুণ রয়েছে তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সর্বোচ্চে। তাই এ মহৎ গুণ অর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

(৬) কথা ও কাজে সামঞ্জস্যঃ মানুষের মুখের কথা এবং বাস্তবে অনুষ্ঠিত কাজ এ দুয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে ব্যক্তি চরিত্রের সত্যিকার পরিচয়।

সত্যিকারার্থে মনুষ্যত্ব বিকাশের এ সাধনায় সফলকাম হতে চাই কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বিধান। এ উত্তম পদ্ধতির কারণেই রসূল (সঃ)–এর সময়ে মুমিন সমাজের চিন্তাধারায় এনেছিল নব জাগরণ, সাধারণ মানুষের মধ্যে যুগিয়েছিল ইসলাম গ্রহণের অনুপ্রেরণা। এজন্যই তো আরবের বর্বর, মানুষগুলো নৈতিক চরিত্র ও জ্ঞানে–গুণে, শৌর্যে–বীর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

মহানবী (সঃ)–এর এ চরিত্র গঠন পদ্ধতি গ্রহণ করলে আজকের এ বিংশ শতাব্দী উপহার দেবে উত্তম চরিত্রের মানুষের। আজকের যুবকদের তাই এ পথে চরিত্র গঠন করবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হতে হবে। আর এভাবে পঙ্কিল এ ধরণীতে উত্তম নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

তৎকালীন মনুষ্য সমাজে এমন সংস্কারকের আবির্ভাব ছিল যেন এক প্রস্তর স্তূপের মধ্যে দীপ্তিমান হীরকখন্ড। যেন ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝে এক প্রদীপ্ত দীপশিখা। যাঁর চরিত্রের আলোকে ধরনীতে চিরকল্যাণের উৎস বয়েছিল, যাঁর নৈতিক চরিত্রের পরশ পেয়ে মরু সাহারা হয়েছিল সিক্ত, ফুটেছিল ফুল, আলোক পুলকে, হাসি–গানে জগত মুখরিত হয়ে গৃহে গৃহে সুখ–শান্তির মহা প্লাবণ বয়েছিল। সেই মানুষের নৈতিক চরিত্রগঠনের আদর্শ বিংশ শতাব্দীর অনৈতিকতার সয়লাবে জর্জরিত মানব সমাজকে দিয়ে যাক নৈতিক চরিত্র সংস্কারের নব প্রেরণা, ফুটে উঠুক ঘরে ঘরে উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

www.ahlehadeethbd.org

চার মাযহাব চার ফরয প্রসঙ্গ

— ডাঃ আবদুল মজিদ ফারুকী, খুলনা

মাযহাব শব্দের অর্থ পথ। ৪ মাযহাব মানেই ৪টি পথ, কিন্তু ইসলাম এক ও অবিভাজ্য। ইহ'ই আল্লাহ্-তায়ালার মনোনীত মাযহাব। আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে প্রচলিত ৪টি মাযহাবে বিভক্ত করেই তাকে ৪ ফরজ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ৪ মাযহাব ৪ ফরজ হতে পারে না। কারণ হ'লো স্বয়ং আল্লাহ্-তায়ালার আদেশ যা ওহীর মাধ্যমে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক আমাদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। রসুল (সাঃ)-এর নবুয়তের সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে তায়ালা বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিতে যে বাণী বা ওহী অবতীর্ণ করেন তার সংকলিত রূপ হ'ল কুরআন। বিশ্বের সকল মানবের জীবনের এমন কোন দিক নেই যা পবিত্র আল-কুরআনের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন নির্দেশ করেননি। মূল কথা ফরজ আল্লাহর আদেশ যা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কারণীয়। যেমন-কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত ইসলামকে প্রচলিত ৪টি মাযহাবে বিভক্ত করে তা ৪ ফরজ বলে অপপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুরা আলে-ইমরানের ১০৩ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-তোমরা সবাই মিলে মিশে সমবেত আল্লাহর রজ্জুকে বজ্র মুষ্টিতে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়োনা।" অপরদিকে সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন- "যে সব ব্যক্তি তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে আর নিজেরা বিভিন্ন দলে বা ফির্কায় বিভক্ত হয়েছে, (হে রসুল) তাদের আচরণের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।"

শুধুমাত্র মুসলমান কেন, সারা বিশ্বের মানব জাতিই অবগত আছেন যে, পবিত্র কুরআন আমাদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর কুরআনের একটি আয়াতও নাযিল হয়নি। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, হুজুর সাঃ) এঁর মৃত্যু ১১ হিজরীতে এবং বর্তমানে প্রচলিত ৪টি মাযহাবের প্রথম ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবেতের (রহঃ) জন্ম ৮০ হিজরীতে কুফায় এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। তখন পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত ৪টি মাযহাবের সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং ৪ মাযহাব ৪ ফরজ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

উহা ছাড়াও রাসুল (সাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলে গেছেন যে, তিনি বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছেন- একটি হলো "আল-কুরআন" আর অন্যটি হলো তাঁর সুন্নাহ বা "হাদীস"। তিনি আরও বলে গেছেন- এই দুটি জিনিস যারা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখবে তারা কোনদিন বিভ্রান্ত হবে না। তিনি অন্য কোন মাযহাব বা দলে বিভক্ত হতে বলেন নাই বরং কঠোরভাবে ইহা পরিহার করতে বলে গেছেন। পবিত্র কুরআনের কোন জায়গাতেই মহান আল্লাহ বিভিন্ন মাযহাবে মুসলমানদেরকে বিভক্ত হতে বলেন নাই। তাই ৪ মাযহাব ৪ ফরজ হতে পারে না। বর্তমান প্রচলিত ৪টি মাযহাব যে ৪ জন মহামতি ইমামের নামে চালু হয়েছে তাঁদের কেহই তাঁদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করতে বলেন নাই বরং তাঁদের নিজ নিজ শিষ্যদেরকে পবিত্র কুরআন ও

www.ahlehadeethbd.org

সহীহ হাদীসের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁরা তাঁদেরকে এবং বিশ্বের যে কোন মনিষীর তাকলিদ বা অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করে গেছেন। তাঁরা ৪ জনই যে সহীহ হাদীসকে অনুসরণ করতেন তা নিম্নে তাঁদের তা উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

(১) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন– "আমার ফতওয়া বা কথা যদি হাদীস কিংবা সাহাবাদের কথার বিপক্ষে দেখতে পাও তা হ'লে আমার কথা ছেড়ে দিও, রসুল (সাঃ)–এর হাদীস এবং সাহাবাদের কথার উপর আমল করিও।" তিনি আরো বলেন– "যে ব্যক্তি আমার কথার দলিল অবগত নয়, তার পক্ষে আমার কথানুসারে ফতওয়া দেয়া হারাম। (২) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন– "রাসুল (সাঃ) ব্যতীত সকলের কথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে, বিনা বিচারে কাহারো উক্তি গ্রহণীয় হবে না।" (৩) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন– "ছহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।" তিনি আরও বলেছেন– আমার কথা যখন হাদীসের খেলাফ দেখতে পাও, তখন হাদীসের উপর আমল করবে, আর আমার কথা দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করবে।" (৪) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন– "আল্লাহ ও রসুল (সাঃ) এর কথার সহিত অন্য কোন লোকের কথার স্থান নেই।" তিনি আরও বলেছেন– "আমার তাক্লীদ বা অন্ধ অনুকরণ করো না– আর মালিক, আওযায়ী, নখয়ী এবং অন্য কোন মানুষকে তাক্লদী করো না। বরং যে স্থান হতে তাঁরা মাসায়েল গ্রহণ করেছেন তোমরাও সেস্থান হতেই গ্রহণ কর।" উপরোক্ত উক্তিগুলির মাধ্যমে যে কোন সাধারণ বিবেকবান লোকই বুঝতে পারবেন প্রচলিত ৪ মাযহাব ফরজ হতে পারে কিনা।

প্রকাশ থাকে যে, বণি উমাইয়াদের শাসনের অবসানকাল পর্যন্ত কোন মুসলমানই নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী বলে পরিচয় দিতেন না।

যখন বিভিন্ন দল বা মযহাব সৃষ্টি হয় তখন পবিত্র কাবাঘরে নামাজ পড়ার ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয় এমনকি পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ আকার ধারণ করে। ফলে তখনকার শাসনকর্তা প্রচলিত এই ৪টি মাযহাবকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, প্রচলিত ৪টি মাযহাব ক্ষমতাসীন শাসনকর্তা কর্তৃক সৃষ্ট, যা কখনও ফরজ হতে পারে না। অথচ সাধারণ মুসলমানগণ প্রচলিত ৪ মাযহাবে বিভক্ত হয়ে ইহাকে ৪ ফরজ বলে মেনে নিয়েছে এবং নিজ নিজ দল বা মাযহাবকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে সহীহ হাদীসকে ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ ইমামদের নামে চালু ফৎওয়ার তাকলীদ করছে।

এ প্রসঙ্গে এরবায বিন সারিয়াহ বলেন– "রাসুল (সাঃ) এক অন্তিম উপদেশে ফর্মিয়েছেন– প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা দেখতে পাবে বহু ইখতিলাফ। সে সময় তোমাদের অপরিহার্য্য কর্তব্য হবে আমার আদর্শ ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরিকাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান তোমরা নুতন নুতন আকিদা আমল ও আচার অনুষ্ঠান হ'তে দূরে অবস্থান করবে। কেননা ধর্মে কোন নুতন কার্য মাত্রই বিদআত, আর প্রত্যেকটি বিদআতই গুমরাহী।" – আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

পরম দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে বুঝবার জ্ঞান দান করেন, আমরা যেন দুনিয়ার মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাব বা দল ছেড়ে একমাত্র আলকুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে বিশ্বের সকল মুসলমান নির্ভেজাল ইসলামের অনুসারী হয়ে নবীকূল শিরোমনি হয়রত মোহাম্মদ (সাঃ)কে আমাদের একমাত্র ইমাম হিসাবে মানতে পারি। আমিন!

দাওয়াত ও জিহাদ মুক্তির একমাত্র পথ

— মোঃ মহীদুল ইসলাম
(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় তথা সামগ্রিক জীবনে সমস্যার যে স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান কামনা করে সবাই। কিন্তু কোন পথে? পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি অসংখ্য মতবাদের শ্লোগান তুলে যুগে যুগে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সমস্যা শুধু সমস্যাই হয়ে থাকল না বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটাই যে স্বাভাবিক তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। কারণ আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য কোন প্রকার বিধি বিধান দরকার তা একমাত্র তিনিই ভাল জানেন। তাই আল্লাহর প্রেরিত ওহীর পথ বাদ দিয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কল্পিত মতবাদ কোন ক্রমেই মানুষের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। যখন হতে মানুষ ঐ পথ থেকে দূরে সরে গেছে তখন থেকেই তাদের ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে অশান্তির কালো ছায়া, শৃংখলিত হয়েছে পরাধীনতার লৌহ শৃংখলে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শনের বিষবাষ্পে আজ গোটা সমাজ জর্জরিত। আমাদের দেশের শতকরা ৮৮ জন লোক মুসলমান হওয়া সত্বেও অনৈসলামী দর্শন ও মতবাদ আজ পর্যন্ত আমাদের স্কন্ধে সওয়ার হয়ে আছে। আমাদের অসংখ্য ভাই ও বোনেরা মুসলমান হয়েও ইসলামী শিক্ষা তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের নির্মল আলো থেকে বঞ্চিত। আর একমাত্র কুরআন হাদীছের শিক্ষা ছাড়া সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজিত অসংখ্য কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

সমাজের প্রতিটি স্তরে আজ যে অসৎ ও আদর্শহীন নেতৃত্ব জেঁকে বসে আছে তাকে সমূলে উৎপাটন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী, আল্লাহ ভীরু, সচ্চরিত্র ও আদর্শবান নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঘুণে ধরা এই জাহেলী সমাজ কাঠামোর কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজন নেতৃত্বের গুণগত পরিবর্তন।

পুঁজিবাদী ও সমাজবাদীসহ অন্যান্য বিজাতীয় মতবাদের কু-প্রভাবে গোটা জাতি আজ ভাঙ্গা গড়ার এক ক্রান্তি লগ্নে উপনীত। বিশ্বের সর্বত্রই এ সব মতবাদের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষনের পর বাস্তব জীবনে দেখা গেছে এসব নীতি ও আদর্শে বৃহত্তর মানবতা বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। বিশেষ করে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশের পক্ষে উহা আরো মারাত্মক। এ অবস্থায় জাতীয় মুক্তির জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা যার কোন বিকল্প নেই।

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের দেশের শতকরা ৬৫ ভাগ মানুষ এখন দারিদ্র সীমার নীচে জীবন যুদ্ধে ব্যপৃত। কৃষি প্রধান এদেশের শতকরা ৫৪ ভাগ লোক ভূমিহীন, ৮০ লক্ষ সক্ষম পুরুষ বেকার। এখনও না খেয়ে মানুষ মরার ঘটনা এদেশে ঘটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাসস্থানের অভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না। চিকিৎসার অভাবে প্রতি বছর অনেক লোক মৃত্যুবরন করছে। অনেক মা-বোনের ইজ্জত ঢাকার মত বস্ত্র নেই। অসংখ্য অসহায় রুগ্ন, পঙ্গু বিকলাঙ্গ বনী আদমের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। খাদ্য নিয়ে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ির দৃশ্য এদেশে এখনও পরিদৃশ্যমান। অথচ দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করছে শতকরা ৮জন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। শহরের অভিজাত এলাকার সুউচ্চ প্রাসাদগুলিতে এদের বাস। পল্লীর কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের করুন আর্তনাদ এদের কর্নকুহরে পৌছায় না। অন্যদিকে মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, ঝগড়া-বিবাদ, যেনা ব্যভিচার, হত্যা-ছিনতাই ইত্যাদি অসংখ্য জঘন্য কার্যকলাপে গোটা সমাজ আজ মারাত্মক ভাবে কলুষিত। জাতির এদুর্দিনে আমাদের কি কিছু করণীয় নেই? ঐ শুনুন আল্লাহর ঘোষণা "আর তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর না?

অথচ দূর্বল অসহায় কত নারী পুরুষ ও শিশুরা আর্তনাদ করে বলছে, "হে প্রভূ! জালেমদের এ জনপদ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করুন এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোন ওলী দাঁড় করিয়ে দিন এবং কোন সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।" (নিসা-৭৫)

বুঝা গেল নির্যাতিত অসহায় গণমানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। একমাত্র পরকালীন ভয় ব্যতীত দুনিয়ার মানবীয় কোন বিধি বিধান মানুষকে অসৎ প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তাই আল্লাহ ভীরু নেতৃত্ব ও নাগরিক সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কোন একক ব্যক্তির পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা মাফিক কাজের মাধমেই কেবল এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

ঘুনে ধরা এই সমাজ কাঠামোকে সত্যিকার ওহীর আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য নিম্নরূপ ক্রমধারা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

দাওয়াতঃ দাওয়াত এর আভিধানিক অর্থ আহবান করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুস্কৃতির মূলোৎপাটন করার দিকে লোকদেরকে আহবান করা। এটাই প্রকৃত ইসলামের সংরক্ষণ এবং ইসলামী সমাজের রুপায়ন ও অগ্রগতির প্রকৃতি। মুসলমান হিসাবে প্রতিটি নারী-পুরুষ সচেতন ব্যক্তির জন্য ইহা অপরিহার্য। আল্লাহর ঘোষণা- "(হে মুহাম্মদ!) তুমি তোমার প্রভূর পথের দিকে লোকদেরকে আহবান কর এবং তুমি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।" (কাসাস-৮৭)

"তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসাবে এ জন্যই বাছাই করা হয়েছে যে, তোমরা যেন ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ।" (আলে ইমরান-১১০)

এছাড়া পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ পাক দাওয়াতের কথা বলেছেন। ইহা মুসলিম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুতঃ ইসলামী দাওয়াতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক

www.ahlehadeethbd.org

ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুগত ব্যক্তি হিসাবে তৈরী করা, সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করা। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনী পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী দাওয়াতের উক্ত চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে তিনি বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি খাওয়ার মজলিসে দাওয়াত দিয়েছেন, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আহবান জানিয়েছেন, গোপনে সাথীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মককার আশে পাশে এবং বাইরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার করেছেন, প্রয়োজনে হিজরত করেছেন, অমুসলিদের সাথে চুক্তি করেছেন, অবশেষে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ যখন যা প্রয়োজন মনে করেছেন তা করেছেন। কিন্তু কখনই নিজের আদর্শ থেকে টলেননি। জাহেলিয়াতের সাথে আপোষ করেননি। সুতরাং ইসলামী দাওয়াতের চূড়ান্ত স্তর হলো জিহাদ। আর এই স্তরে পৌছানোর আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো সংগঠন।

সংগঠন বা দল ছাড়া কোন লক্ষ্যেই পৌছানো যায় না। আল্লাহ বলেন– "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা লোকদেরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই হবে সফলকাম।" (আলে ইমরান–১০৪)।

আল্লাহর নবী (সঃ) বলেন, "আমি তোমাদের ৫টি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি– জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন, নেতার আদেশ শ্রবন, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদ।" (তিরমিযী) তিনি আরো বলেন– "যে ব্যক্তি জামাআত (দল) ছাড়া একাকী চলে সে তো একাকী জাহান্নামের দিকেই ধাবিত হয়।" (তিরমিযী)

কুরআন ও হাদীছের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখি যে পার্থিব জীবনে আমাদেরকে জামাআত বা সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে বসবাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য দল ও মতের ভীড়ে আমাদেরকে অবশ্যই এমন সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে অথবা এমন সংগঠন কায়েম করতে হবে যেখানে জাতি ফেরকাবন্দীর যাবতীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ–নিষেধকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে নিঃশর্ত ভাবে তা মেনে নিতে পারে।

দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সংগঠনের সহযোগী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদেরকে তারবিয়াত বা উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা জাহিলিয়াতের এই গাঢ় অন্ধকারে কুরআন হাদীছের শিক্ষা ব্যতীত সামান্য পথও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে ইসলামের মূখ্য উদ্দেশ্যের দিকে।

কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের ৫টি মূল স্তম্ভ। কিন্তু ৫টি খুঁটি দাঁড় করালেই কি তাকে একটা ঘর বলা যাবে? নিশ্চয় নয়। তাই আমাদের জানা দরকার আমাদের প্রতি ইসলামের মৌলিক দাবী কি? আর সেই মৌলিক দাবীই হচ্ছে দাওয়াতের সর্বোচ্চ স্তর 'জিহাদ' তথা সমাজে সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহর ঘোষণা – "ফেৎনা দূরীভূত হয়ে দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে থাক।" (বাকারাহ–১৯৩)

www.ahlehadeethbd.org

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের কি হলো যে, তোমাদের যখন আল্লাহর অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ঘর কুনো হয়ে গড়িমসি কর?

তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনে রাজী হয়ে গেছো? অথচ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো পরকালের তুলনায় অকিঞ্চিতকর। (তওবাহ-৩৮)

তিনি আবারো বলেন, "তোমরা যদি জিহাদের অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (তওবাহ-৩৯)

"হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক জিহাদ করল না বা অন্তরে এর ধারনাও পোষন করল না তার মৃত্যু হলো মুনাফেকী মৃত্যু। (মুসলিম)

এভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে জিহাদের জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা তা কতটা কার্যকরী করছি তা ভাবা দরকার। একদিন যে মুসলিম জাতি পরাধীনতার লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অসহায় মানব জাতিকে শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল আজ তারাই অপরের গলগ্রহ হয়ে পড়েছে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই মুসলমানদের উপর চলছে অত্যাচার অবিচারের সুপরিকল্পিত ষ্টিম রোলার। জিহাদ বিমুখতাই এর একমাত্র কারণ। সুতরাং দেখা যায় জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ "দাওয়াত ও জিহাদ"।

যেহেতু আল্লাহর নিকট মানুষের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হলো ইসলাম। তাই বর্তমানে মুসলিম সমাজ জাতীয় জীবনে যদি যাবতীয় বিজাতীয় মতবাদ তথা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বর্জন পূর্বক ধর্মীয় ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের উর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকাতলে সমবেত হয় এবং সর্বোপরি তা প্রতিষ্ঠার জন্য "দাওয়াত ও জিহাদের" কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয় তবে আবারও তাদের জীবনাকাশে উদিত হতে পারে মুক্তির সোনালী সূর্য।।

www.ahlehadeethbd.org

মুক্তির পথ

— মোঃ মাহমুদুর রহমান (বগুড়া)

এসো হে তরুন এগিয়ে এস ঈমানী মশাল হাতে
এগিয়ে এসো তাওহিদী পথে বাধা যত আসুক তাতে।
জাহেলিয়াতের গাঢ় আঁধারের কালো বেড়াজাল ছিড়ে
হে তরুন জল্‌দি এসো মুক্তির পথে ফিরে।
কাটিয়ে এসো ভ্রান্তি আর ভেদাভেদ সংশয়
জিহাদী পথে এসো এগিয়ে, নেই তোমাদের ভয়।
দৃঢ় চিত্তে এসো হে তরুন করনাকো সংশয়
ভরসা মোদের মহান আল্লাহ আমাদেরই হবে জয়।
যৌবনের এ রক্ত মোদের আমানত আল্লাহর
অন্ধের মত বাতিলের পিছে ছুটবনা তাই আর
হকের সাথে বাতিল যতই বাধাক না সংঘাত
আল্লাহর দ্বীন গালিব করতে হাতে মেলাবো হাত
বাতিল শক্তি চূর্ণ করতে হানবো বজ্রাঘাত
মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ।

জাগরণ

— *মোছাঃ মুঞ্জিলা বেগম*
আহ্‌লেহাদীছ মহিলা সংস্থা (বগুড়া)

হে আল্লাহর সৃষ্টি মুসলমান
তোমাদের উপর বয়ে চলেছে ঝড় তুফান।
ভ্রান্ত পথে কাটাকাটি করে যে মুসলমান
আখেরাতে তারা নাহি পাবে আল্লাহর এহছান।
যারা চালিয়েছে ইসলামে ভ্রান্ত নীতি

ওরা কখনও পাবেনা প্রভুর প্রীতি।
যুলুম রিয়ার প্রাসাদ ধ্বসে পড়ল
তাওহিদী চেতনার উন্মেষ ঘটল।
কুরআন-হাদীছে আস্থাশীল
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন অনাবিল।
পাষান হয়ে রয়েছ আজি হায়রে আত্মভোলা
তোমরা জাগলে সারা পৃথিবী পাইবে নতুন দোলা।

দাওয়াত ও জিহাদ

-মোকছুদ আলী মোহাম্মদী বিন আবু বকর সিদ্দীক (সাতক্ষীরা)

দাসত্ব শৃংখল চূর্ণকরে এসো মুজাহিদ সত্যের সন্ধানে।
ওমরের (রাঃ) মত শানিত শমশের, শুদ্ধি অভিযানে।।
য়াহুদ-নাছারা-বিদ'আতীরা লিপ্ত, প্রাধান্য বিস্তারে।
তব সত্যের বজ্র কণ্ঠ পৌছাও ওদের কর্ণ কুহরে।।
ওদের ভ্রান্তি শুধরে দেখাও সত্যের ছহীহ প্রমাণ।
জিবন তব ধন্য হোক হে সত্যান্বেষী নওজোয়ান।।
হায়দারি হাঁকে গগন ভেদী বিশ্বে দাও মুক্তির দাওয়াত।
দলীল ইহাই "কুরআন-সুন্নাহ" মুক্তির চিরন্তন পথ।।

www.ahlehadeethbd.org

যুবসংঘে যোগ দিন

— মোঃ আব্দুর রহীম (যশোর)

পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে
আমরা যুবসংঘ গড়েছি
তাওহীদী ঝান্ডা সামনে রেখে
সরল রাস্তায় নেমেছি

এই ঝান্ডার নাজাতি ছায়ায়
বিভ্রান্ত জনতা পাবে যে আশ্রয়
সরল পথের এই যে উপায়
রবের হুকুম মেনেছি।

আমরা সবে বীর মুজাহিদ হয়ে
মতবাদের পাহাড় ভাংব
অসত্যের পতন ঘটিয়ে আমরা
নতুন বিশ্ব গড়ব।

হে বীর মুজাহিদ জনতা
যুবসংঘে যোগ দাও বসে থেকোনা
শান্তি আনব বিশ্ব ভুবনে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে
আমরা যুবসংঘ গড়েছি।।

www.ahlehadeethbd.org

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন

— মোঃ বেলাল উদ্দীন (পাবনা)

বিশ্ব জুড়ে সূর উঠেছে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
বাতিলের পথের বাধা, আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
তাকলিদের পথের কাঁটা, আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
আঁধার রাতের পথের মশাল বলতে পার কোন সে দল
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন, আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন।।
পুঁজিবাদের সর্বনাশ আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
কার ধ্বনিতে কাঁপতে থাকে দ্বৈতবাদীদের আসন
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন।।
শান্তি ফিরে আনবে কে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
আল-জিহাদের ময়দানে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন
আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ বিপ্লবী এক বিস্ফোরণ
দাওয়াত ও জিহাদের আলোড়ন
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন।।
বিশ্ব জুড়ে সূর উঠেছে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন।।

www.ahlehadeethbd.org

আহবান

– মোঃ সুলতানুল ইসলাম (রাজশাহী)

ওরে আমার জীবন আমার মরন
সবইতো আল্লাহর
মোরা মুসলিম, ব্র্যাণ্ডের জাতি
ওরে কাফের তোরা হুশিয়ার।

দূর্দম বেগে বাতিলের দিকে
দৌড়াস কেন তোরা দুদিনের দুনিয়ায়
মিথ্যার সনে আঁতাত করে
সত্যের সনে লড়াই?

ছিলামরে একদিন নাপাক পানি
ছিলাম মায়ের গর্ভে সুপ্ত
বল কোন শক্তির ইশারাতে আজ
হয়েছি ভূতলে দীপ্ত।
দেখ চেয়ে দেখ, ভাল করে দেখ
নৃশংস মৃত্যু তাদের পরিণাম
মাস্তানী করে হুংকার তুলে
চাচ্ছিল যারা সম্মান।

ছাড় ভ্রষ্টের পথ নে আল্লাহ্‌র শপথ
ভাঙ বাতিলের বেষ্টিত কড়া
সত্যের পথে জীবন দে ভাই
দে স্রষ্টার ডাকে সাড়া।

আর দেরি নয় চল ফিরে যাই
আল্লাহ–রাসূলের ডাকে
কুরআন–হাদীছ আজ থেকে ভাই
আঁকড়ে ধর বুকে।।

www.ahlehadeethbd.org

ভুল

— মোঃ মুনছুর রহমান (লালমনির হাট)

ভুল ভুল ভুল, ভুল শত ভুল, ভুল বিলকুল
শাফায়াতের মূল মোদের, মুহাম্মাদ রাসূল।।
সেই রাসূলের পথ ধরি ঈমান আমলের জিহাদ করি
নির্ভেজাল তাওহীদ আমার সংগঠনের মূল।। ঐ
শতদল ছিন্ন করি যুবসংঘ কায়েম করি
এসো সবাই জিহাদ করি জিহাদে মকবুল।। ঐ
ছহীহ হাদীছ আমল করি তাওহীদী জীবন গড়ি
অনুসরন করি মোরা হাদীছে রাসূল।। ঐ
শিরক বিদ'আতের ঝুটি ধরি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করি
রাসূলের নির্দেশ আমার যুবসংঘের মূল।। ঐ
রায় কিয়াসের মাথায় বাড়ি হক পথে জিহাদ করি
নির্ভেজাল তাওহীদ আর সুন্নাতে রাসূল।। ঐ
আল্লাহর পথ ধরি বাঁকাপথে লাথি মারি
এদিক ওদিক আঁকা বাঁকা মানিনা একচুল।। ঐ
যুব সংঘের সদস্যরা কভু নহে দিশাহারা
রায় কিয়াস মানেনা তারা লক্ষ্য তাদের জিহাদে রাসূল।। ঐ
এসো ভাই জিহাদ করি ছহীহ হাদীছ কায়েম করি
উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক আমার রাসূলে মকবুল।। ঐ
ফিরে এসো মুক্তির পথে যুবসংঘ কায়েম করতে
জ্ঞানের আলো নিতে এসো, করনা আর ভুল।।
ভুল ভুল ভুল, ভুল শত ভুল, ভুল বিলকুল
শাফায়াতের মূল মোদের মুহাম্মাদ রাসূল।।

www.ahlehadeethbd.org

নির্ভীক সৈনিক

– মোঃ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার (রাজশাহী)

যত সংশয় সব করি জয়
হয়েছি নির্ভীক
পথ হারা নহি এবার আমি
পথ পেয়েছি ঠিক।
সরল সঠিক সোজা পথ ধরি
এবার চলতে চাই
সত্য কথাটি বুক ফুলিয়ে
জানাতে সদা তাই।
মহান প্রভূর গোলাম আমি
নহি কারো সেবাদাস
তাঁরই মদদ ভালো কাজে পাব
আছে জোর বিশ্বাস।
তাই চলি হেথা হিম্মৎ বুকে
নহি ধারি কারো ধার
ছুটে চলি সদা দুর্গম পথে
গতি মোদের দুর্বার।
দাপটে কারো থামিনা কখনও
ধমকে ভূলিনা পথ
আমার এ পথে বাধা দিতে আসে
নাহি কারো হিম্মৎ।
ওহুদ–বদর–খন্দকে লেখা
আছে মোর পরিচয়
খয়বর–সিফ্‌ফিন–মূতা ময়দানে

www.ahlehadeethbd.org

পিছে কভূ সরি নাই।
কারবালা মাঠে তাজা খুন ঢালি
করেছি লালে লাল
ফুরাতের পানি বক্ষে রাখিবে
মোর স্মৃতি চিরকাল।
কত ফেরাউন নমরূদ আজি
বাধা দিল মোর পথে
হিম্মৎ বুকে চলেছি তবু
টলি নাই কোনমতে।
মুজাহিদ আমি চির দুর্জয়
নির্ভীক সৈনিক
বাধার পাহাড় ভেঙ্গে আমি
পথ চলি তবু ঠিক।
কারুনের ধনে কিনতে পারেনি
আমারে কখনও কভূ
ফেরাউন সনে লড়াই করে
ধ্বংস হয়নি তবু।
নীলনদ মাঝে লিখা রয়েছে
আজো তার ইতিহাস
বায়ূ, মাটি, পানি ছুঁয়নি তারে
আজো আছে তার লাশ।
কত জালিমের তখত মিশল
ধরার ধুলির সনে
এখনও আমার বিজয় পতাকা
উড়ে ঐ আসমানে।।

অগ্রগামী

— মোঃ আরশাদ আলী (সাতক্ষীরা)

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
আহ্‌লেহাদীছ যুবদল
বুকে ঈমান বাহুতে বল
শিরক বিদআত করে তল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।।
সকল বাধা পায়ে দল
মুখে কালেমা মনে আছে বল
তাগুতী শক্তি করে দেব অচল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।।
শাহাদত হ'ল কাম্য মোদের
জিহাদের পথে হবনা বিফল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
আহ্‌লেহাদীছ যুবদল।।

এসো মুজাহিদ

— মোঃ আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা)

এসো মুজাহিদ বীরের সাজে তাওহিদী যুব কাফেলায়
মুসলিম আজি সারা বিশ্বে বিলীন হ'তে বসেছে হায়।
তাগুতী শক্তি জোট বেঁধেছে আজকে সারা দুনিয়ায়
ইসলাম কিসে ধ্বংস হবে তাদের সেই অভিপ্রায়।
শতধা ভাগে বিভক্ত আজ বিশ্বের সব মুসলমান
বিজাতীয় মতবাদ আর মাযহাবী কোন্দল করেছে সব খান-খান।

www.ahlehadeethbd.org

মাযহাবী দ্বন্দ্ব করেছে অন্ধ ছলে বলে কৌশলে
ইমামের রায় অগ্রাধিকার পায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্থলে।
সব শ্লোগানের হবে অবসান মুসলিম ঐক্য দৃঢ় হলে
রায় ও মতবাদ ছুটে পালাবে কুরআন হাদীছ আকড়ে ধরলে।
ওগো মুজাহিদ আর নয় নিদ কুরআন ধর হাতে
শহীদী কাফেলায় শামিল হয়ে চল যাই জান্নাতে।।

দ্বার খুলিদে

– মোঃ যীনাত আলী (রাজশাহী)

আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলনে ধন্য আজি এ ধরণী
দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি।
পদে পদে কুসংস্কার সমাজে নাই বিচার-আচার
বাতিল পথে সবাই চলি দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি।
অশান্তির দাবানলে চারিদিকে আগুন জ্বলে
ভাল কাজে মন বসে না শয়তানের কথায় ভুলি
দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি।
আহ্‌লেহাদীছ যুবক দল, রোধ করতে চায় সকল
দূর হবে আঁধার কালো গাহে সে গান বুলবুলি
দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি।
যুবক দল সবো আল্লাহর বলে হও বলিয়ান
ভয় কিসে গো বক্ষে মোদের আছে আল-কুরআন
আল্লাহর কাছে প্রান ভরে দোয়া করি হাত তুলি
দ্বার খুলিদে দ্বার খুলি।

www.ahlehadeethbd.org

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রধান পাঁচটি মূলনীতি

–মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবউদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা)

বলুন! ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারী যত
আল্লাহর দিকে ডাকতে রত, প্রমান দিয়ে বিধি মত
অন্ধ ভাবে না।
যত কর্ম শির্কযুক্ত তাতে আল্লাহ পবিত্র মুক্ত
আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত কভু রব না
আল্লাহ্‌র পথের খাঁটি প্রমাণ ছহীহ হাদীছ আর কুরআন
মানলে হবে মুসলমান, না মানলে না ফরমান
মুক্তি পাবে না।
এ দুটি প্রমাণ মিলে, পরিভাষায় হাদীছ বলে
যারা ইহা মেনে চলে আহ্‌লেহাদীছ তাদের বলে
অন্য কেহই না।
খাঁটি মুসলমান যারা আহ্‌লেহাদীছ সবাই তারা
শুনুন সবে ও বন্ধুরা কুরআন এবং হাদীছ ছাড়া
কিছুই বুঝে না।
সংখ্যা গুরুর মধ্যে বাবা, সংখ্যা লঘু এদের পাবা
এদের বিশেষণ তাই গোরাবা, হাদীছ মুসলিমে পাবা
মিথ্যা বল না।
পরিচয় এদের শুনুন সবে সুন্নাত যখন বিগড়ে যাবে

www.ahlehadeethbd.org

এদের দ্বারাই সংস্কার হবে তিরমিযীতে হাদীছ পাবে
মিথ্যা জানবে না।
সমবেত বন্ধুগণ! সবাই শুনুন দিয়া মন
খাঁটি ইসলামী আন্দোলন আহলেহাদীছ আন্দোলন
ভিন্ন কিছুই না।

ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইহার যা মানব জীবনের লক্ষ্য তা
বুঝলে পরে কেহই আহা এই আন্দোলন মহা
ছাড়তে চাবে না।
শিক্ষনীয় লিখা পড়া নির্ভেজাল তাওহীদের ধারা
গোটা বিশ্বে প্রচার করা প্রতিষ্ঠাতেই লেগে পড়া
হেলা চলবে না।
জীবনের সর্বস্তরে কেতাব ও ছহীহ হাদীছের
যথাযথ অনুসরণ করে, লব খোদার সন্তুষ্টিরে
এমনি ছাড়ব না।

ঃ পাঁচটি প্রধান মূলনীতি ঃ

পাঁচটি মৌলিক ধারা, শিক্ষনীয় ও বন্ধুরা
নইলে আন্দোলনের গোড়া হবে কিন্তু নড়বড়া
মজবুত হবে না।
কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সার্বভৌম অধিকার
চেষ্টা করা প্রতিষ্ঠার এটি হল এক নম্বর
ভুলে যাবে না।
কুরআন হাদীছে আছে যা সবার উর্ধ্বে রেখে তা
আমল করে চলবে উহা বাঁধা দিলে কেহই তা
ক্ষ্যান্ত রবে না।
বিনা দলীলে কথা ধরা তাকে বলে তাকলীদ করা

ছাড়বে তাকলীদ পুরাপুরা শুন হে যুব বন্ধুরা
দ্বিধা চলবে না।
এই তাকলীদের ফলে বিশ্ব গেছে রসাতলে
ফাটল হচ্ছে ঐক্য মূলে জাতি বিভক্ত নানা দলে
হিসাব মিলে না।
জাতীয় বিজাতীয়র জোরে তাকলীদ চলে দুপথ ধরে
দুই নম্বর দেই বয়ান করে নোট কর সব বন্ধুরে
কলম ছাড়বে না।
মাযহাবী তাকলীদ যা জাতীয় তাকলীদ তা
চারটি আছে সেরা মহা বহু লোক এর মধ্যে আহা
বয়ান চলবে না।
সংক্ষেপে যাই একটু বলে বাহাত্তর দল উপদলে
বিভাগ হয়ে এরা চলে 'গুনিয়া' কেতাবে বলে
আমি কই না।
১২টি এর মধ্যে গোড়া ৪টি হল সর্ব সেরা
নাম ইহাদের বিশ্ব জোড়া, ভেবে দেখুন ও বন্ধুরা
কার অজানা না।
পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্র
বিদেশী তাকলীদের মন্ত্র মুসলিমকে এইসব তন্ত্র
মানাই চলবে না।
শরীয়তের গবেষণা কেয়ামত তক যোগ্য জানা
করবে তাতে নাইকো মানা চার ইমাম তক সীমানা
রাখা চলবে না।
যুগ সমস্যা যত মুজতাহিদগণ শক্তিমত
কুরআন-হাদীছ সম্মত সমাধানে রবে রত
বাঁধা থাকবে না।
শুধু আধ্যাত্মিক বিষয় নয় বৈষয়িক যত বিষয় রয়

দ্বীন ও দুনিয়াবী সমস্যায় ইসলামই তার সমাধান হয়
অন্য কিছুই না।
মানব জীবনের যত দিক বৈষয়িক কি আধ্যাত্মিক
ইহাই পূর্ণাংগ বিধান ঠিক বন্ধুগণ কলমে লিখ
কাগজ ছেড় না।
ছাড়িয়া সব অনৈক্য মুসলিম গড়বে ঐক্য
পাঁচ নম্বর মূলনীতির দিক দোস্তগণ কাগজে লিখ
উদাস হয়ো না।
কোন মাযহাবের ভিত্তিতে নয় কুরআন-সুন্নাহর উচ্চরায়
নিঃশর্তে মানবে হায় গড়বে জাতি ঐক্য তায়
ভিন্ন থাকবে না।
স্মরণ রাখুন একটি কথা ঐক্যের মূল একক নেতা
ইমাম কিংবা আমীর যথা ভিন্ন ভিন্ন হলে নেতা
ঐক্য থাকবে না।
নেতা তথা আমীর ধরি করলে তার তাবেদারী
মদদ করবেন দয়াল বারী উঠবে শীঘ্র ঐক্য গড়ি
দ্বন্দ্ব থাকবে না।
শরীয়তী আমীর ধর তার হাতে বায়'আত কর
আমীর ছাড়া যদি মর জাহেলিয়াতের মৃত্যু তার
আমার কথা না।
আনুগত্য ইমারতের মূল এ নীতি যারা করবে ভুল
তাদের সংগঠন মূল ভেঙ্গে যাবে বিলকুল
কিছুই থাকবে না।
এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বাস্তবায়ন হলে যথারীতি
সত্যি হবে জাতির উন্নতি সম্ভব হবে অগ্রগতি
পিছে থাকবে না।

হজ্জ সেভিংস স্কীম

ইসলামী ব্যাংকের একটি সঞ্চয় প্রকল্প

যাঁরা হজ্জের জন্য এক সাথে টাকা যোগাড় করতে অপারগ, তাঁরা এক বছর থেকে দশ বছর মেয়াদী এই স্কীমের আওতায় নিম্নেবর্ণিত মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে হজ্জের জন্য সঞ্চয় গড়ে তুলে হজ্জ পালনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

১০	বছরের	জন্য	মাসিক	জমা	৬৪০.০০
৯	,,	,,	,,	,,	৭৫০.০০
৮	,,	,,	,,	,,	৮৫০.০০
৭	,,	,,	,,	,,	৯৬০.০০
৬	,,	,,	,,	,,	১১৭০.০০
৫	,,	,,	,,	,,	১৩৮০.০০
৪	,,	,,	,,	,,	১৭৫০.০০
৩	,,	,,	,,	,,	২৩৪০.০০
২	,,	,,	,,	,,	৩৫০০.০০
১	,,	,,	,,	,,	৭১১০.০০

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত

www.ahlehadeethbd.org

আল্‌-মারকাযুল ইসলামী আস্‌-সালাফী
আহলেহাদীছ জা'মে মসজিদ, নওদাপাড়া,
ডাকঘরঃ সপুরা, রাজশাহী।

মসজিদ

উত্তর পূর্ব অংশ

আল্‌-মারকাযুল ইসলামী আস্‌-সালাফী
নওদাপাড়া, ডাকঘরঃ সপুরা, রাজশাহী।

পূর্ব দক্ষিণ অংশ

www.ahlehadeethbd.org